রেজিষ্টারনং৩৫ Registered No 35

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৬৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০, ষাণ্মাসিক ৩৸০, ডাক মাশুল ৸০, ত্রৈমাসিক ২৷৵০, ডাক মাশুল ৷৵০ আনা। অনগ্রিম বার্ষিক ৮৷৷০, ডাক মাশুল ১৷৷০ টাকা।
বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পঁক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৶০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা।

৭ম ভাগ { কলিকাতাঃ—৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার, সন ১২৮০ সাল। ইং ১৯এ মার্চ্চ ১৮৭৪ খৃঃ অব্দ। } ৬ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

ব্রাদার এণ্ড কোং।

এই নামে একটী কোম্পানি আগামী ১২৮১ সালের ১লা বৈশাখে খোলা হইবে। ইহার অধীনে মাদক দ্রব্য ব্যতীত দেশীয় ও বিলাতীয় কাপড়, পুস্তক, বিনামা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যের স্বতন্ত্র ২ বিভাগ থাকিবে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান এবং ব্রাহ্ম যিনি যে বিভাগে ইচ্ছা করেন অন্যূন ১০ টাকা দিলেই অংশীদার হইতে পারিবেন, কিন্তু অংশ গ্রহণেচ্ছুগণকে এই মাস মধ্যেই টাকা প্রেরণ করিতে হইবে। বিশেষ বিবরণ পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

কলিকাতা ব্রাহ্ম নিকেতন মৃজাপুর ষ্ট্রিট } শ্রীবেনীমাধব মিত্র দিগর মেনেজার। (১)

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে।

ইষ্টার উপলক্ষে ছুটি।

সচরাচর যে যে ক্লাসের নিমিত্ত আর্দ্ধনারি রিটারণ টিকিট সকল দেওয়া হইয়া থাকে সেই সেই ক্লাসের রিটারণ টিকিট আগামী ২রা এপ্রেল বৃহস্পতিবার এবং তৎপর হইতে দেওয়া হইবে। ঐ সকল টিকিট দ্বারা আগামী ৬ই এপ্রেল সোমবার রাত্রি দুই প্রহরের পুর্ব্ব পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসা যাইবে।

রবিবারে যে রূপ গাড়ী চলে গুড ফ্রাইডের দিন গাড়ী সেই রূপ চলিবে।

১২ই মার্চ্চ ১৮৭৪ সিসিলষ্টিফেনসন।

রঙ্গপুর, জমিয়বাড়ী গ্রামে সেখ ফতে আলি সাহেবের পুত্র সেখ আছার উদ্দীন প্রায় ৪৷৷০ বৎসর হইল তুষঃভাণ্ডার স্কুল হইতে বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিকল কলেজে পড়িবার জন্য গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ইহার বয়স ন্যূনাধিক ২০ বৎসর। শরীর ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে একটী কালো দাগ আছে। যিনি ইহার তত্ত্ব করিয়া দিতে পারিবেন তিনি আমার নিকট ৫০ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

শ্রীময়ন উদ্দীন মহাম্মদ
ঠিকানা রঙ্গপুর কোরণ বাড়ী।

মানস কুসুম ১ম ভাগ। শ্রীরামদয়াল ঘোষ প্রণীত। ইহাতে সরল ভাষায় কতকগুলি সাময়িক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া অনেকগুলি কবিতা আছে মূল্য ৵০ তিন আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে ও বাণাঘাট গ্রামবাসী আফিসে পাওয়া যায়।

পদার্থ বিদ্যার প্রশ্নোত্তরাবলী।

মাইনর ও বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য। অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে, কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর কার্য্যালয়ে, সংস্কৃত ডিপোজারিতে ও নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ডাক মাশুল সমেত ।/০ পাঁচ আনা।

কলিকাতা ৭৫নং কালেজষ্ট্রীট } শ্রীকৃষ্ণলাল দত্ত।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের
শব্দ কল্পদ্রুম।
দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হইয়াছে মূল্য ১ টাকা, ডাক মাসুল ৵০ আনা। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড প্রকাশ হইবেক। দেবনাগরাক্ষরে শীঘ্রই প্রকাশ হইবেক।

শ্রীবরদাকান্ত মিত্র কোং,
কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

বিদ্যাপতি।

মহাজন পদাবলী সংগ্রহ ১ম ভাগ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের জীবনী, গ্রন্থ সমালোচনা এবং বিদ্যাপতির মূলগ্রন্থ সটীক, মূল্য ১৷৷০ ডাক মাশুল ৵০ আনা। কলিকাতা কালেজ ষ্ট্রীট ৫৪ নং দোকান শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কোর নিকট, কিম্বা যশোর বগচর শ্রীযুক্ত অভয়চরণ দের নিকট এবং অমৃতবাজার পত্রিকা আফিসে প্রাপ্তব্য।

B. M. SIRCAR'S ABROMA AUGUSTUM.

বাধক বেদনার হৌষধ

প্রায় এক বার সেবনেই যন্ত্রণা হইতে আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে।

উক্ত ঔষধ এবং সেবনের নিয়ম ডাক্তার ভুবন মোহন সরকারের নিকট কলিকাতা চোরবাগান মুক্তরাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭নং ভবনে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ৩৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

বি,এম সরকার কোং চোরবাগান কলিকাতা।

বসন্তক।

৩৬ নং চিৎপুর রোড কলিকাতা, এই কানায়ঠি ৩৸০ শ্রীকিশোরিমোহন ঘোষের নিকট পাঠাইলে এই মাসিক পত্র এক বছর পাওয়া যাইবে। এখানি সচিত্র বাঙ্গালী পঞ্চ।

সংক্রামক জ্বরের মহৌষধ

সহস্র সহস্র পরীক্ষা দ্বারা এই ঔষধের গুণ পরীক্ষিত হইয়াছে। হুগলী ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি সংক্রামক জ্বর প্রপীড়িত জেলায় ইহা বাহুল্য রূপ ব্যবহার হইতেছে। জ্বর, প্লীহা যকৃৎ, শোথ প্রভৃতি যে সমস্ত পীড়া মেলেরিয়া বা অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার দ্বারা জন্মে তাহার বিশেষ প্রতীকারক। মূল্য ২ টাকা মায় ডাকমাশুল।

অর্শরোগের মহৌষধ।

বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অর্শ এককালে আরোগ্য হয়। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায়ডাক মাশুল।

টাকরোগের মহৌষধ।

অনেকের বিশ্বাস যে, টাক কখন আরোগ্য হয় না কিন্তু এ ঔষধ ব্যবহার করিলে সে মত অবশ্যই দূর হইবে। মূল্য ১৷৷০ টাকা মায় ডাকমাশুল।

উক্ত ঔষধ কয়েকটি কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রিট ৩৪ নং ভবনে শ্রীযুক্ত বেহারিলাল ভাদুড়ীর নিকট পাওয়া যাইবে। ১৯

বরিশাল লোন আফিস লিমিটেড।
সংস্থাপিত ৪ঠা মাঘ ১২৮০ বাঃ।
১৮৬৬ সালের ১০ আইনানুসারে রেজীষ্টরীকৃত।
মূলধন ২০০০০ টাকা।
প্রতি অংশের মূল্য ২৫ টাকা।

শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মজুমদার
" " জগচন্দ্র গুপ্ত
" " দীনবন্ধু সেন বি, এল
" " বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু
" " চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরী
" " সর্ব্বানন্দ দাস
" " প্যারীলাল রায় বি, এল
" " হরকান্ত সেন
ডিরেকটরগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীলাল রায় বি, এল
মেনেজিং ডিরেকটর।

শ্রীযুক্ত বাবু হরকান্ত সেন
সেক্রেটরী।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত
অডিটর।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ সেন এম এ বি, এল
শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন
সলিসটারগণ।

কেহ এই আফিসে টাকা আমানত রাখিলে তাহার সুদ দেওয়া যায়। কতক অংশ বিক্রয়ার্থ লাগায়ত বর্ত্তমান সনের ২৩ এ চৈত্র পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। যাহার ইচ্ছা হয় ক্রয় করিতে পারিবেন।

বরিশাল তাঃ ৫ই মাঘ সন১২৮০ বাঃ } শ্রীপ্যারীলাল রায় বি এল। মেনেজিং ডিরেকটর

সেকাল।

ইংরাজেরা আসাতে এ দেশের আর এক প্রকার আকৃতি হইয়া গিয়াছে। দেখা যাউক আমরা কতটুকু ভাল হইয়াছি। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে দেশের রাজা কে পল্লীগ্রামস্থ লোকেরা তাহা জানিত না, জানিবার তত প্রয়োজনও ছিল না। এক্ষণেও কেহ২ বিশ্বাস করে যে ইংরাজেরা দিল্লির বাদসাকে কর দিয়া থাকেন। তখন জমিদারের সংখ্যা তত অধিক ছিল না। প্রত্যেক জেলায় দুই একটী জমিদারের অধিক পাওয়া যাইত না। প্রজারা ঐ জমিদারেরই অধীনে থাকিত, জমিদারের উপর আর কেহ আছে না আছে তাহার তত্ব লইত না। গ্রামের মধ্যে প্রধান২ লোক জুঠিয়া দণ্ড বিধান ও স্বত্ব স্থির করিতেন। তখন বাঙ্গালিরা এক্ষণকার ন্যায় মকর্দ্দামা প্রিয় ছিলেন না। ইংরাজেরা বাঙ্গালি দিগকে মকর্দ্দামা প্রিয় বলিয়া গালি দেন কিন্তু পূর্ব্বে আমাদের এরূপ চরিত্র ছিল না। গ্রামে কোন গোল উপস্থিত হইলেই প্রধান২ লোকেরা মিটাইয়া দিতেন। ইহাতে কাহার কায়িক কষ্ট কি অর্থ ব্যয় হইত না, অথচ সকল সময়ই ন্যায্য বিচার হইত। তখন সামাজিক শাসন দ্বারা সমুদায় ফৌজদারী ও দেওয়ানি বিচার হইত। যিনি সমাজের অবাধ্য হইতেন তিনি সমাজচ্যুত হইতেন, কাযেই নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত হইলেও পরিণামে তাহার সমাজের শরণাগত হইয়া দণ্ডের স্বরূপ সকলকে ভোজ দিতে হইত। প্রধান ও ধনী লোকে কখন কখন সমাজকে তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারিতেন বটে কিন্তু তাহাদের বাটীতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলেই তখন সমাজ স্বীয় আধিপত্য প্রকাশ করিতেন। যখন সমাজে২ দ্বন্দ বাধিত তখন জমীদার উভয় দলের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন।

প্রজায় কর না দিলে প্যাদার জিম্মা হইত। প্রজাও তেমনি, তাহাদের গাঁটি টাকা আছে কিন্তু তাহাদের টাকা দেওয়া অভ্যাস ছিল না। শিঙ্গী মাছের গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত কিঞ্চানের গোলায় আবদ্ধ হইয়া কি বিছিটীর প্রহার খাইয়াও যে ব্যক্তি টাকা না দিল, সে অঋণী হইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিল। পাটওয়ারিগণ কর আদায় করিতেন, এঁরা প্রায়ই কায়স্থ ছিলেন। কর যাহা আদায় হইত, যাহারা জমিদারের আবাস ভূমি হইতে দূরে বাস করিতেন, তাহারা আর তাহা প্রায় দিতেন না।

কিন্তু প্রজা ও জমিদারে প্রায়ই সদ্ভাব ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১০ আইন করিয়া এক্ষণে প্রজা ও জমিদারে বিবাদ বাধাইয়া দিয়াছেন, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। জমিদারের টাকার প্রয়োজন হইলে তাহার জমিদারির মধ্যে একবার ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিলেই প্রজারা ইচ্ছা পূর্ব্বক টাকা দিত, জমিদারও প্রজাদিগকে সন্তানবৎ বাৎসল্য করিতেন।

জমিদারে২ মাঝে২ যুদ্ধ হইত। এ যুদ্ধ কখন কখন জমিদারির সীমা লইয়া কিন্তু প্রায়ই উভয়ের বল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত হইত। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আবার সদ্ভাব স্থাপিত হইত। সে যুদ্ধ দেখিলে নেপোলিয়ানও জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন মধ্যে মধ্যে জমিদারের উৎপাত ব্যতীত—আর এ উৎপাত তত প্রবল ছিল না—আর একটি ভয়ানক উপদ্রব ছিল। বর্গির হাঙ্গামা তখন ক্ষান্ত পাইয়া ছিল বটে, কিন্তু দস্যুরা দলে দলে বেড়াইত। ইহাতে সমাজের অনিষ্টের সঙ্গে সঙ্গে কিছু উপকারও হইত। তখন বাঙ্গালী মাত্রে, কি ভদ্র কি অভদ্র, লাঠী ও তরবারী খেলা, তীর চালান প্রভৃতি শিখিতেন, সকলেই কুস্তি করিতেন, এবং শারীরিক বল ও শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শিতা গৌরবের বিষয় ছিল। কার্ত্তিক মাসের শেষ দিনে গ্রামের তাবতে জুঠিয়া শরীরিক বলের পরীক্ষা দিতেন। দুর্গোৎসবের নবমী ও জন্মাষ্টমী পুজার দিনে ঐ রূপ আবার পরীক্ষা হইত। নবমী পূজার দিনে মেষ বধ হইলে উহা লইয়া কাড়াকাড়ী হইত, যাহার শরীরে অধিক বল সেই উহা পাইত। শ্রীপঞ্চমীর দিনে শিকার করিতে যাওয়া রীতি ছিল। যাঁহারা বলবান ও ভোক্তা, তাঁহারাই মাছের মুড়া পাইতেন, আর বাঙ্গালিদের মধ্যে এ বড় সম্মানের চিহ্ন। তখন জমিদার ও প্রজা উভয়েই ব্যায়াম ও শস্ত্র চর্চ্চা করিতেন, আর হিন্দু ধর্ম্মের কৌশলানুসারে ইহা ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়াতে সকলেই এই রূপ চর্চ্চা করিতে বাধ্য হইত।

তখন দস্যুর ভয় সকলেই করিত, কাযেই তাহা দিগকে দমন করা সকলের সমান প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইত। ইহাতে পরস্পরের সম সুখ দুঃখ বেদিতার ঔৎকর্ষ হইত। দস্যুরা কোন বাড়ী আক্রমণ করিলে সকলে প্রাণপণ করিয়া সাহায্য করিত। দস্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইবার অন্যান্য উপায়ও ছিল। ত্রিফলক নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র২ লৌহ অস্ত্র প্রচলিত ছিল। রজনী যোগে এ গুলি বাটির চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখা হইত। ইহার একটার উপরে পা পড়িলে আর পা বাড়াইবার সাধ্য থাকিত না। চাপা শিড়ির সৃষ্টিও ঐ নিমিত্ত। বাটির চারি দিকে প্রাচীর দিবার উদ্দেশ্য ও সেই। অর্থ কি অলংকার প্রভৃতি মৃত্তিকায় পুতিয়া কি চোরা কুটুরিতে লুকাইয়া রাখার রীতি ছিল। ধনী লোকেরা দেওয়ালের অভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন, কি গজগিরী করিয়া পুষ্করিণীতে নিঃক্ষেপ করিতেন।

বিশেষতঃ দস্যুরা এক সম্প্রদায় বিশেষ ছিল। গ্রামস্থ লোকেরা তাহাদিগকে ভয়ও করিত, আবার পোষণও করিত। দিবা ভাগে গ্রামের মধ্যে বিচরণ করা তাহাদের কিছু মাত্র আপত্তি ছিল না। কোন লোকের বাটি গেলে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গৃহীত হইত, ও আহারীয়, জলপান, কোন কোন স্থানে নজরও পাইত। ডাকাইত বলিয়া কিছু লজ্জা কি শংকা না করিয়া বরং আপনারা কোথা কোথা ডাকাইতি করিয়াছে ইত্যাদি বীরত্বের কথা বর্ণনা করিয়া লোককে আমোদিত করিত। কোন ক্রিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদিগের নিমন্ত্রণ সকলের আগে। বিবাহের সময় বরযাত্র যাইতে আপত্তি করিত না, বরং ক্রিয়া উপলক্ষে আপনাদিগের শস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়া গৌরবান্বিত মনে করিত। কিন্তু তাহারা বাস স্থানের নিকট প্রায় ডাকাইতি করিত না, বরং তাহারা রক্ষক স্বরূপ ছিল। এমন কি এই নিমিত্ত ডাকাইতে২ যুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কোন কোন দস্যুর সর্দ্দারেরা এমন কি দুই এক শত গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইত, আর সেই নিমিত্ত তাহারা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাইত।

তখনকার ভদ্র লোক, আর এখনকার ভদ্র লোকে কত বিভিন্নতা! বাবু ও এয়ার লোকে তখন মস্তকে রাশীকৃত চুল রাখিতেন। তাহাকে বাবরি বলিত। এক্ষণে কার্ত্তিক ঠাকুরের মাথা সেই রূপ চুল দ্বারা সুসজ্জিত হয়। ব্রাহ্মণ অথচ সৌখীন এরূপ বাবুরা চালিতা ফুলে বাবরি রাখিতেন। ব্রাহ্মণেরা কি অন্যান্য বিজ্ঞ ভদ্র লোকে সমুদায় মস্তক মুণ্ডন করিয়া পশ্চাদ্দিকে শিক্ষা রাখিতেন, কিন্তু আর সকলে একেবার মস্তক মুণ্ডন না করিয়া, চুল খাট করিয়া কাটিয়া কেবল মাত্র একটি লম্বা শিক্ষা রাখিতেন। বাবু লোকে যৌবন কালে দন্তে মিশি দিতেন, সাদা দাঁতের প্রথা একেকালে প্রচলিত ছিল না। গলায় সকলেরই তুলসীর কি বাকসের মালা দিতে হইত। হিন্দু দিগের সহিত অন্যান্য জাতির প্রভেদ চিহ্ন এই মালা ছিল। ঘুনসী কি তাগি সকলেরই থাকিত। পিরান, চাপকান তখন কিছুই ছিল না, মেরজাই অনেক পরে ব্যবহার হয়, আর তাহার পরে পিরাণ চলিত হইয়াছে। চাদর কেহ ব্যবহার করিতেন না। ধুতি দোবজা নামক একত্র দুই খানা বস্ত্র বয়ন করা হইত। তাহার এক খানা পরিধেয় আর এক খানা চাদর রূপে ব্যবহৃত হইত। পাদুকা ধনী লোকেই ব্যবহার করিতেন, অন্যান্য লোকে খালি পায়ে বেড়াইতেন, তবে গৃহে খড়মের ও বাধার অত্যন্ত চলন ছিল। ব্রাহ্মণ কি অন্যান্য বিজ্ঞ লোক ব্যতীত সকলেই গোঁপ রাখিতেন, ও শ্মশ্রু মুণ্ডন সকলেই করিতেন।

স্ত্রীলোকে এক্ষণকার ন্যায় লম্বা কেশ রাখিতেন, ও খোপা বান্ধিবার সময় মোম দিয়া সিঁথি কাটিতেন। আমলা মেথি তখন আরো অধিক ব্যবহৃত হইত। সোণার গহনা বড় অধিক ছিল না, তবে কাহার২ সুবর্ণের চেড়ি, ঝুমকা ছিল। গরিব লোকে কর্ণে কড়ি দিত। হস্তে রূপার বাউটী, খাড়ু কংকন, শংখ ও পায়ে বাঁকমল দেওয়া ও সমস্ত মুখ উলকির দ্বারা খচিত করা হইত। কখন২ বা হস্তে ও বক্ষঃস্থলেও ঐ রূপ থাকিত। নাকের উপরে খয়েরের টিপ কি গুল পাকা দেওয়ার রীতি ছিল। দাঁতে মাজন, কোমরে ঘুনসী ও পরিধান অতিশয় মোটা শাড়ী, এই তখনকার স্ত্রীলোকের ভূষণ।

তখনকার লোকের দিন যাপনে ও এখনকার লোকের দিন যাপনে অনেক প্রভেদ। মকদ্দমা, চাকুরী, কোন প্রকার ব্যবসায় তখন ছিল না, কাযেই লোকে অকর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিত। ক্রীড়ার মধ্যে দাবা ও পাশা, গোলোক ধাঁধা ও দশ পঁচিশ লোকের দিন কাটানর উপায় ছিল। ইহা ব্যতীত ব্যায়াম চর্চ্চার আমোদ তখন সকলেই ভোগ করিতেন। তীর কি শড়কী চালান, লাঠী খেলা, মল্ল যুদ্ধ প্রভৃতি প্রায় সকলেই অভ্যাস করিতেন। জ্যোৎস্না রাত্রি পাইলেই যুবকেরা জুঠিয়া 'চোর২' 'গুটি খেলা' ডু২ খেলা করিত। মাছ ধরার বাতিক প্রায় সকলেরই ছিল।

আহারান্তে বিজ্ঞ স্ত্রী ও পুরুষে একত্র হইয়া রামায়ণ কি মহাভারত শ্রবণ করিতেন, আর এক জন হাতের লেখা পুথি সুর করিয়া দুলিয়া২ পাঠ করিতেন। রজনীতে কোন নিয়মিত স্থানে গ্রামস্থ তাবতে জুঠিয়া গল্প করিতেন। এ গল্প এক্ষণকার গল্পের ন্যায় শুদ্ধ মকর্দ্দামা সংক্রান্ত নয়। পুরাণ হইতে উদ্ধৃত উপন্যাস, ডাকাতির গল্প, দেশের প্রধান২ লোক যথা, চৈতন্য, নন্দ কুমার, রাণী ভবানী, রুষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির চরিত; আর ভূতের বাঘের গল্প করা হইত, আর সকলে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ করিতেন। গল্পের সময় সম্মুখে আগুণ থাকিত, ও হুকা, কলিকা তামাক প্রস্তুত থাকিত।

কবির দল তখন প্রায় গ্রামে গ্রামে ছিল, আর এই কবি লইয়া গ্রামের মধ্যে দুই দল হইয়া পরস্পরে ঘোরতর গালির সংগ্রাম হইত। বালকেরা জুঠিয়া পাড়ায়২ সুর করিয়া কবিতা গাইয়া২ বেড়াইত, আর ইহার জন্য যে তণ্ডুল সংগ্রহ হইত তাহা দিয়া বন ভোজন করিত। এ কবিতা সমুদায় বড়২ লোকের নামে, হয় শ্লেষ না হয় প্রশংসাসূচক। নন্দ কুমারের নামের এই একটী কবিতা আমরা শুনিয়াছিঃ—

"নন্দ কুমার রায় ছিল বাঙ্গলার অধিকারী
হেষ্টং সাহেব এলো জান করিবার বারী,
রাজা নন্দ কুমাররে তোর রাজ পাট জমিদারী
কারে দিলি রে।
খোপেতে কৌতর কান্দে ফোয়ারেতে হাঁস
জোড় বাঙ্গলায় কান্দে শোণার গুলতি বাঁশ,
রাজা নন্দ কুমাররে ইত্যাদি।
নন্দ কুমারের মাকঁ কান্দে ঐ গাঙ্গের কুলে চেয়ে
আর কি আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গে বেয়ে
রাজা নন্দ কুমাররে ইত্যাদি।" ইত্যাদি

সময়ে সময়ে রামায়ণ, কথকতা, ঢপ, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইত বটে, কিন্তু কবিতেই দেশ সমেত লোক মত্ত ছিলেন। এক্ষণে আর কবি প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না।

আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে নড়ালের অন্যতর জমিদার বাবু রাই চরণ রায় এ যাবৎ অনেক গুলি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। কিছু দিন হইল তিনি একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের প্রতি গুলি করেন। ব্যাঘ্র আহত হইয়া রাই চরণ বাবুকে আক্রমণ ও নখ দ্বারা আঘাত করে। কিন্তু তিনি কিছু মাত্র ভীত না হইয়া ব্যাঘ্রটিকে পুনরায় গুলি করেন ও তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করেন। রাই চরণ বাবু গুরুতর রূপে আহত হইয়াছিলেন এবং এখনও সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। যশোহরের মধ্যে এরূপ একটি বীর পুরুষ আছেন ইহা যশোরের কম গৌরবের বিষয় নহে।

ক্যাম্বেল সাহেব আগামী ৪টা এপ্রেল বিলাত গমন করিবেন। সার রিচার্ড টেম্পল ঐ তারিখে বাঙ্গলার লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের পদে নিযুক্ত হইবেন।

হগ সাহেব মিউনিসিপাল বাজার লইয়া মহা বিপদে পড়িয়া গিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে বাজার বসিলে সাহেবেরা ধর্ম্মতলার বাজার ছাড়িয়া নূতন বাজারে আসিবেন। কিন্তু এখন কার্য্যে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। সাহেবেরা দিন কতক নূতন বাজারে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণ তাহারা আবার হীরা লাল শীলের বাজারে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত নূতন বাজার অত্যন্ত দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। হগ সাহেবও এই সঙ্গে সঙ্গে হত জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি দিশাহারা হইয়া এক্ষণ সাহেবদের লেজে তেল দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন দ্বারা সাহেব ট্যাক্স দাতা দিগকে জানাইয়াছেন যে তাহাদেরই কথাক্রমে নূতন বাজার বসান হয়, এক্ষণ তাহারা যদি এই বাজারে না আসেন তবে উহা কি রূপে চলিবে? এই নিমিত্ত তিনি তাহাদিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছেন যে, হয় তাহারা ধর্ম্মতলার বাজার কিনিতে অনুমতি দেন আর নয় তাহারা নূতন বাজারে কেনা বেচা করুন। হগ সাহেব প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া এই কথা গুলি বলিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, ইউরোপীয় কর দাতৃগণ যাহা হয় একটা শীঘ্র সাব্যস্ত করিয়া হগ সাহেবকে ঠাণ্ডা করিবেন, কারণ অত্যন্ত রৌদ্র পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত ২২এ ফাল্গুনের পত্রিকায় "সাঁওতাল পরগণার বন্দবস্ত" শীর্ষক একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হয়। উহাতে লেখা থাকে হ্যাণ্ড সাহেব মহেশপুরের রাজার আমলাদিগকে অন্যায়রূপে জরিমানা ইত্যাদি করিতেছেন। পত্র প্রেরক পুনরায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন "আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম যে পূর্ব্ব পত্রে আমার ভুল হইয়াছিল। হ্যাণ্ড সাহেব বেআইনি কোন কাজ করিতেছেন না।"

অনরেবল দ্বারকা নাথ মিত্রের স্থানে কে জজ হইবেন ইহা লইয়া ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। হাই কোর্টের জজেরা নাকি বলিয়াছেন যে দ্বারিক বাবুর ন্যায় উপযুক্ত লোক উকীল শ্রেণী অথবা অধস্তন বাঙ্গালী বিচারক শ্রেণীর মধ্যে কেহ নাই। কিন্তু দ্বারিক বাবুর ন্যায় উপযুক্ত লোক নাই বলিয়া যে তাঁহার স্থানে জজ বাঙ্গালী হইবে না এ অবশ্য কোন কাজের কথাই নহে। মূল কথা দ্বারিক বাবুর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী মনোনীত করা নহে, হাইকোর্টের বিচারাসনে উপযুক্ত একজন বাঙ্গালী মনোনীত করা। হাইকোর্টের বিচারাসনের উপযুক্ত বাঙ্গালী যে উকীল শ্রেণী কি অন্য শ্রেণীর মধ্যে নাই এ কথা জজেরা বলিতে পারেন না। হাইকোর্টের ইউরোপীয় জজদিগের প্রতি কোনরূপ অসম্ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে আমাদের উকীলদের মধ্যে অনেক লোক আছেন যাঁহারা বিচার কার্য্যে সর্ব্বতোভাবে ইংরাজ জজদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন। হাইকোর্টের জজেরা নির্ব্বোধ নহেন, তাঁহারা এটী বেশ বুঝিতে পারেন।

ক্যাম্বেল সাহেবের সকল কাজই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হওয়া চাই। যেখানকার যে জিনিষ তাহা সেখানে রাখিতে হইবে, তাহা অন্য স্থানে রাখা তিনি দেখিতে পারেন না। নদীয়া জেলার পশ্চিম সীমা গঙ্গা নদী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু নবদ্বীপ যদিও কৃষ্ণনগর হইতে ৩। ৪ ক্রোশের অধিক নহে তথাপি উহা গঙ্গার অপর পারে স্থিত। ক্যাম্বেল সাহেবের দ্বারা বেদস্তর কাজ হইতে পারে না। নবদ্বীপ কৃষ্ণনগরের এলাকা হইতে বর্দ্ধমানের সীমাভুক্ত করা হইয়াছে। যদি লোকের সুবিধার নিমিত্ত জেলা ও সবডিবিসন করা হয় তাহা হইলে কি বিবেচনায় যে নবদ্বীপ জেলান্তরিত হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বিশেষ আবহমান কাল হইতে কৃষ্ণনগর বাসীরা নবদ্বীপ লইয়া গৌরব করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণনগরের রাজা নবদ্বীপাধিপতি বলিয়া দেশ বিখ্যাত। নবদ্বীপ হইতে নদীয়া জেলার নাম করণ হইয়াছে। নদীয়া জেলা বাসী লোকেরা যে এ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTA—THURSDAY, 19th March 1874.

The *Daily News* after quoting a para from the letters of our Special thus remarks :—

This passage is at once so calmly and sensibly expressed, and contains so much internal evidence that it represents nothing but the simple truth, that we cordially apologise to the *Patrika* for having, in a moment of weakness, supposed that its special famine correspondent was hoaxing the public.

The London *Times* has been mulcted in the sum of Rs. 500. The *Bombay Times* is also in very great trouble, so it is clear that this is a very bad season for the *Timeses*. Our latest advice is that the *Bengal Times*, *Madras Times* and *Lucknow Times* are as yet doing well.

We are glad to notice that Baboo Rajkumar Bose, the able and experienced Head Assistant to the Presidency Commissioner, has been appointed to the post of Head Clerk of the Jessore Magistracy.

A correspondent, who signs himself *Humanities*, states that some of the performers, both male and female, forming Mr. Chiarini's circus Troupe, are slaves. We can not believe this statement; for a slave no sooner touches the British soil than "his shackles fall"

Last Saturday Babu Nilcomal Mittra of Allahabad and others, proprietors of the Bowbazar amateur Theatre, gave a brilliant entertainment to H. H of Vizianagram, Raja Chandra Nath Bahadoor, and a few European gentlemen.

We are sorry to lean that a student of the third year class Presidency College has forfeited his schorship under the following circumstances: The Profesor of English had tasked the students of the Second Class with the writing of an Essay on the Life and Writings of Lord Macaulay. It seems that the student in question, taking into heart the undeserved severity of Macaulay's tirades against our countrymer had the temerity to observe that if a Bengalli who had seen only a few miserable specimens of English character, were to write about the British nation on Macaulay's principle, he would find sufficient grounds to attribute the same character to the English people that Macaulay has assigned to our countrymen. This we understand, has been construed into a libel on the character of the British nation; the poor student has been made to lose his scholarship. We think a simple reprimand would have answered all the requirements of the case.

If any class of people suffer most at this time of scarcity it will be the professional beggars. Unused to labour they will be rendered quite helpless if private charity be stopped. These people are generally found in large numbers in places held sacred by the Hindoos and in whatever light they may be looked at other times they are now really objects of pity. We are very glad to hear that the mother of Babu Sree Nath Roy one of the largest rice-merchants of Calcutta gathered a few days ago about four thousands of these beggars and fed them most sumptuously at Nabadwip. According to her instructions, her son Sree Nath Babu managed the affair beautifully and distributed alms to each of the beggars. He also inspected the *Toles* and paid them liberally. We hope other ladies will follow their noble example. A Hindoo lady perhaps is the most tender-hearted creature in the world.

——

We learn from the *Patriot* that friends of India in England, of course not of the Serampore type, have telegraphed to the Bombay and Calcutta Associations to know whether they were in favor of representation of India in Parliament. They have replied that they were in favor of representation by educated natives. We were a little amused by reading the announcement, amused because hope does not come. Since some time England has granted us no new boon. The State Scholarships were no sooner granted than withdrawn. Colleges were being established all over the land, but now we hear of no such thing, on the other hand, we heard some time ago that the higher classes of some colleges were closed. There was another native High Court Judge appointed, but on his death no other native was appointed. The municipality bill was vetoed, but by that we were merely saved from an additional infliction. Of the positive blessings that we have of late got from our foreign rulers, we may mention the gagging act. The Criminal Procedure Code comes next, and then the Road-cess. And now it is said that no native deserves the place of the late Hon'ble Dwarika Nath Mittra.

So it appears we have made very good progress in gaining the good graces of our foreign rulers. Our constant thought is now not to exact more privileges from them, but to retain those we have already got. The newspapers which in India only represent public opinion are filled up with wails and cries of mercy, there is not a line of thanksgiving to be found in their pages. Today this privilege is withdrawn and that threatened is the constant theme of native newspapers. Hope does not come, enthusiasts have turned misanthropes and a blank despair has seized those who have the welfare of the country at heart. Probably there is less grumbling now, for hope makes a man talk and pray for mercy, but despair makes a man dumb.

——

Sunday last the Rajshahy Association had a thickly attended general meeting. Rajah Promoth Nath Bahadoor, the President and Babu Raj Kumar Sarkar the Joint Secretary were greatly anxious for the object of this meeting. Generally all the Zemindars of the district were present personally or through deputies, and the townspeople as well as some well-to-do persons of the interior were good enough to attend. And it was a little cheering to see Government officials heartily co-operating with the Association as in fact the Association has been all along endeavouring to assist the officials in this matter. Babu Mohendra Nath Bose, Dy Magistrate, took an active part in arranging matters as he had very properly been all along in active co-operation with the Association on the subject of the famine. The Magistrate had convened a meeting on a previous day to collect subscriptions for the Banbah Sub-division but had postponed that business for another meeting for which he appointed the same day and the same place which the Association had appointed considerably long before. The Magistrate's meeting for the Banbah Sub-division however came on after the general meeting of the Association. The Magistrate however appeared a few minutes before the business of the Association was concluded and he himself kindly subscribed Rs. 200 in the subscription book of the Association. Of the members of the Association the largest amounts subscribed were by Rajah Promoth Nath and Ranee Sharat Sundari each giving Rs. 2500. The total subscription then and there raised was Rs. 9,000 and odd rupees of which above 3000 was got in cash then and there.

A report of all that the Association had done touching the scarcity was read at the meeting at the outset. It would require some space which we can ill afford to mention here in detail the steps the Association had taken. Suffice it to say that the last act of the Association has been the appointment of a supervisor to enquire into and report on the extent of distress and the part most affected by it in the Barindra quarter of the District being the part which is worst off. The gentleman who is receiving cooperation everywhere from the gomastas and tehseeldars of the zemindars has been sending weekly reports containing substantial information. He has not as yet reported any case of death by starvation but the extent of suffering which he describes seems to be very great. Barindra is the emporium of rice in Rajshye and there the people according to the reports are in very large numbers reduced to one meal a day and it would appear in some cases, to every other day, supplementing the gap by Kutchoos and such other jungle vegetables. This part of the district has no chance of a rubee crop as it never grows that crop the soil being unfit for it. The mangoe promises well generally but there is no mangoe tree in this part of the district embracing about a half of it. We wish Sir Richard Temple would extend his tour to Barindra. In the mean time let us see how the Association utilizes its information and how the District Relief Committee does things. The Magistrate is of an excellent disposition. He is anxiously busy at the head quarters. We hope the Association will form its own relief committee.

——

The following are from our Special correspondent :—

Camp Darbhanga the 11th March.

When I reached Bhaugulepore, the people of that place told me go to Monghyr at once, where the distress was so great that people were dying fast. At Monghyr, the people told me that I must go into the interior to see how the people were dying of hunger. Then in the interior I was advised to proceed directly to Patna, where I was to see frightful spectacles. Thither I went, but I could not see what I went to see, and the people advised me to proceed further north, only a few miles from Patna, to see it. To Hajipur, I therefore directed my steps and people told me that there will be no famine properly so called in Hajipur and that I must go to Muzzuffarpore to see a whole population raving for food. But when I reached Muzzuffarpore I was obliged to hasten to Darbhanga as rumour reached me that hundreds were dying in that town. And now that I have come to Darbhanga they tell me to go to Modhubani, where I intend to proceed as soon as I shall have collected all the facts that I can in this quarter. I devoutly hope that the people of Madhubani will tell me to go somewhere else, I should wish to Bhagulpore back, to see the horrors of famine.

The lower orders here are poorer than that of Bengal, and there are more rich men in Darbhanga than in any of our district. Money is not circulated, the rich bury their treasure, a few fatten at the expense of the many, some of the Indigo planters commit frightful oppressions and the consequence is that, as I told you in my last, the Beharees are the poorest people on the face of the earth. I was told that people here live upon *tawdy* alone during the whole month of Baisak, so those who live upon scanty and coarse food all the year round must suffer a great deal in this season of drought and I am certain that the people of Durbhanga are suffering from unusual distress. The famine I trust in the long run will do some good to the people of Behar in as much as their actual condition will come to the knowledge of the rulers.

The gentlemen castes of this quarter are the Brahmins, Kyasthas, Babhans and Rajputs, the rest are a set of out-castes with no religious or moral tie. They live promiscuously, marry and divorce at will, some intermarry and some don't object to incestous connections. A woman will take as many husbands as she chooses and a man as many wives. In short, the great object of their life seems to be to multiply the species and the consequence is that their number is already too large for the country. The soil has been overburdened and distress and starvation are their normal condition. The rich men of this place are generally a very heartless set, not much caring for their poorer neighbours, and will not help with a morsel of food a man starving at their doors. And those amongst them charitably disposed think that they have already done their duty by contributing to the famine relief fund. You apprehended that the means adopted by Government to collect subscriptions for relief was impolitic and that it would obstruct the flow of private charity; I did not believe it then but now I see it has actually come to pass. The Government has by "gentle pressure" persuaded the people to subscribe to the the Relief fund and when they subscribed they washed off their hands and took a vow not to spend a pice more for the starved. When requested to help the needy their invariable answer is that they have already paid their mite in the hands of the Sarkar and Sarkar alone is responsible for the lives of the people. The thing is the Government has taken by its own acts the entire responsibility of the business and relief is to go through the large and complicated machinery which it has created. Whether it is possible to afford relief properly through such a cumbrous machinery is more than I can tell, my own impression is that it is wholly impossible. To avert a calamity which is national, the nation must be taken into confidence which the Government has not. It is importing outsiders and strangers in large numbers and adding further complications to an already cumbrous machinery. For strangers, total strangers, profoundly ignorant of every thing native, it will be impossible, even if their numbers are innumerably increased, to ascertain even the villages where distress is likely to happen. Thus they have stopped the channel of private charity, and opened in stead a common reservoir not exactly knowing when where and how to open it. Thus at Darbhanga where the number of poor though great, private charity there is none, and what in Bengal would have been borne by private individuals, has been entirely thrown upon whom I do not know. Dharbanga though in the British dominion is yet a very rich state and the young Raja besides having a large cash in hand enjoys an income of more than 21 lacs. The state is under the Court of Wards and Government is managing matters so as to throw the whole responsibility of feeding the poor upon the manager of the Raj, Col. Burn. But the manager looking into the interest of the minors does not choose to take the entire responsibility upon himself and thus Darbhanga suffers the evils of divided responsibility. A few days ago, the Magistrate of this place picked up a famished man and sent him to the Maharaja's hospital, but the manager refused to admit him on the ground that Government took from him Rs 300,00, for the purpose of relieving distress, and it was the duty of Government to take care of him. Then again, the other day a dead man was found, and the officer in charge of famine operations directed the Surgeon in charge of the Maharaja's Hospital to hold a *post mortem* examination but he was not obeyed. Government has issued a proclamation, that for every man found dead by famine, the raj will be held responsible, and this proclamation Government thinks will rouse the activity of the raj, but the thing is the result of such an order will be that the deaths will be concealed.

It was horrible to contemplate that people were dying of starvation amidst human society amidst wealth and affluence. Even such horrors I had to witness. What I read in tales and romances and shuddered, I saw with my own eyes. I found some eight or nine men women, boys and girls reduced to the last extremity. I went to each of them, two men were dying. I called them, they opened their eyes, spoke incoherently and then closed their eyes again. The others are doing well and there is yet hope for them. On inquiry I found them to belong to the beggar class. All professions have suffered (saving that of contractors) in this season of distress but the professional beggars have suffered most, and if any deaths occur it will be amongst them. Private charity there is scarcely anywhere, and the professional beggars are unused to labor in the fields. At the relief works I saw many thousands but when I saw young women who from their appearance shewed that they knew better times were working, that children who could scarcely hold sticks were breaking lumps of earth to save them from starvation, I raised my eyes to Heaven and prayed for His merciful interference, as without that there was no chance of saving so many people. Used as I was to see misery in all its shapes, I was shocked to see so much misery in Darbhanga. I deeply thanked the Government for having taken so much precaution, and I could not blame them for their overzeal. What if they have done more than wa

needed ; the consequences would have been terrible if they had done less. I formed this opinion but I had to modify it a little, as you shall see as I proceed.

I saw the *Anna Chattra*. The people there get one meal composed of *dal* and *bhat* every day. The food is usually distributed at 4 P. M and I went there at 3. Food was distributed to about 40 or 50 men, and amongst these I found about 10 or 11 who were in a deplorable state. The others looked better. I inquired of the *moonshee* in charge of the *Anna Chattra* why the number was so small, he said that the charity was opened only a few days ago and people in the interior have not as yet come to know about it. This was not satisfactory for the Town alone has a population of 50,000, and amongst a famished people, the news of such a charitable institution would spread like wild fire. I thought it might be owing to the caste prejudices of the people, which are very strong here, stronger than in Bengal. A Kayasta here will not eat the cooked food of a Bramhun and people would prefer starvation to taking food cooked by other castemen. A young woman was found in a state of insensibility near the raj cutchery, and a Bengallee gentleman on seeing her, directed his servants to carry her home and attend upon her. Water was sprinkled into her eyes,she opened them and drank some water. She was requested to go to the Babu's lodging to take cooked food, but she refused as she said she would thereby lose her caste. The woman was provided in another way. But then on the other hand we must take into consideration that there are great many *callore* or outcastes who would not object to take prepared food, and they are the poorest of the community. I would like to have a satisfactory explanation why they do not resort in large numbers to the *Anna Chattra*. I then began to inquire who were the coolies and how they were doing. I went to them while they were working. I saw most of them are able-bodied men and some looked exceedingly well, but there were others who appeared to me in distress. There was nothing however in the scene to indicate famine and so I inquired of the officers in charge of the work, why they do not look like famished people. They said it was because the relief works have kept them well provided. This may be true, but we must not jump at any conclusion. Let me proceed.

Some of my friends here told me that as the superintendents of the relief works give employment only to able bodied men, to see therefore real distress one must go to see where gratituous relief is given to those who are rejected by the superintendents. I was advised therefore to go and see Mohesh Babu's distribution of charity. Mohesh Babu is a Bengallee gentleman who distributes alms to the poor once or twice a week and he has been doing this for the last 61 years. On Sunday I went to see Mohesh Babu's charity and there I found about 6 to 700 persons, mostly women. Amongst these about 200 were real objects of charity. I also saw another relief work. The raj employs men and women to water the streets, this is an extremely light work and I found 6 to 700 women employed in that business and amongst these there were about 25 who were in great distress. So you see I have been to the *Anna Chattra*, to Mohes Baboo's alms distribution and to the three relief works. It is highly probable that of the women employed by the raj to water the streets, some might have gone to avail themselves of Mohesh Babu's charity, but leaving that out of calculation, I saw in all the relief centres about 500 men and women, who probably need help. Now the population of the Town is fifty thousand and that of the sub-division about eight lacs. I think that in such a large population, when only about 500 are in actual want, we can consider that the state of the country is far better than it is generally imagined. There are alarmists and no-alarmists in Bengal and here are alarmists and no-alarmists in Darbhanga. The former assured me that people must be dying in the *dehad* (interior) when there is so much distress in the Town. But you know during the Orrissa famine people came from Orrissa to Calcutta in search of food, that Government has stored in grains this year must be known to the people, at least the cartsmen who have flocked from all parts of the country must have told them, why do they not then flock to the Town ? The rumour that government means to distribute rice has penetrated so far south as Bengal, and Tirhootians from there have come back to their homes, and it must be very strange that the people of Darbhanga should be ignorant of the fact that Government was affording relief in the Town. The number of men who have flocked to the relief works is very large, say about thirty thousand, and this no doubt shows great distress. But it must not be forgotten that this part of the country is very poor, and laborers can be always had in any number you want. This is not only a country of beggars but also of coolies, and the number of coolies is so large, that not finding sufficient work in the country, they flock in large numbers to the tea districts in India, in Cachar, Assam and so forth, and emigrate in large numbers to the colonies beyond the ocean. Then you must also know that large numbers at this time of the season go to Bengal and to other parts of the country to seek employment. All these men have found work nearer home. There is another fact to which I must also draw yonr attention. The rumor that Government means to distribute rice has spread far and wide, and Tirhootians from all parts of the country are flocking back to their homes. All these people have swelled the number employed in relief works. The professional beggars are in the greatest possible distress and on enquiry I found that they make the majority. I also found that of this vast number about two-thirds are women, some of whom are widows and others work with their husbands as coolies generally do. Then again though most of the people are able-bodied, yet their work is very light, indeed the scenes reminded me of the distribution of alms in the funeral ceremony of a Bengal grandee. The coolies do as little work as they choose for a full remuneration.

On the whole Government has done well in opening relief works, and if the works are carried on properly we need entertain no apprehensions for Tirhoot. There are no doubt some who would require particular attention, but in Bengal such a small number would be fed by private charity, which is a thing very scarce in these quarters. It is very impolitic to underrate the danger that we have yet four or five months to tide over, but I am glad to inform you that the mangoe crop has been a magnificent one and if we can save this crop and get one or two showers more, Government will have to rot its rice in the *golas*. The mangoe trees are bending under the weight of their blossoms and if half of these develop into fruits, the Tirhootians will defy famine. The mangoe would have sustained them, if they had not been so foolish. Indeed there was a miracle in Darbhanga. The mangoes blossomed this year in Ashin and soon grew into beautiful fruits. But this was considered by the people to be an ill omen, and those who could afford it cut down their mangoe topes and those who could not destroyed the fruits. A mangoe which had escaped destruction fell into the hands of a Bramhin, whose desire proving superior to his superstition, he brought that precious fruit home perfectly ripe. Of course the females of the house would not allow him to gratify his appetite and were going to throw the fruit away, but it came to the knowledge of a Bengallee Babu who got it and told me that it was an extremely good one. Providence meant to help the people but they would not take the help.

Darbhanga presents the spectacle of a millitary encampment. There are so many European officers employed Millitary and Civil that it is impossible for a native to ascertain their names. But there are numberless others. What they do is more than I can tell. Europeans are also flocking here for employment. Sometime the Patna Commissioner, sometime the District Magistrate request the Executive Engineer of the raj to give them employment. Mr. Worsley who is in charge of famine duties here is also requested to give them employment, so many of them loafers on a salary of Rs. 50 to 150 are feeding upon the substance of the poor. You can very well understand the status &c. of Enropeans who have come thus far to be temporarily employed on a such small salary, and as Sir Richard will have none but Europeans, these men have got employments. Some of them have made this place a scene of midnight revelry and drunkenness. The other day one was put into custody by the Magistrate for being drunk. A few days ago Col. Burn directed to expel some of them from the Town, but that order was not carried into execution. Surely these men are causing greater annoyance to the people than the famine ; and what injury do these people do to the prestige of the English nation whom the people so much respect ! It is not to feed these people surely that the raj is magnanimously spending so much money. The raja is a minor and Col Burn is but a servant of the Government, he has no power to withstand a superior pressure.

I will conclude this letter with a query ; is it possible to create an artificial famine ? I do not at all mean to say that the Government has got up this famine, a Government which is so nobly doing duty to its people. But I humbly think in a season of drought and scarcity, an artificial famine as terrible as a natural one can be got up without much trouble. First raise a cry of famine and thus make the richer people purchase more grains than they need and traders very careful of disposing of their grains. Then let the Government import grains and paralyze private trade, and if the traders mean to compete with Government, monopolize all the local hackeries. If you do all this, you easily create a famine. All this Government has done this year whether wisely or unwisely I cannot pretend to tell, wisely if private trade was unable to meet the evil, unwisely if it was, and the facts before me are too scanty to ascertain whether it was or was not.

Camp Darbhanga. 13th March.

Government is distributing grains ! The Town of Darbhanga has been divided into 6 *mohallas* and in each *mohalla* they are distributing rice. Each man gets half a seer of rice and a sufficient quantity of dal and salt per day and provision for three days is given at one time. I went to three *mohallas* to see the distribution ; in the first I saw only 30 beggars, in the second 60 and the third 25, I have not as yet seen the other *mohallas* because I could only see one at a day. So in these three places of distribution I found 115 beggars. What the number of beggars may be in the other divisions I can't tell exactly but they cannot be much larger. Here caste prejudice has no force, for uncooked food was distributed and here ignorance of the fact of the distribution cannot be urged, for the area of each *mohalla* is small. I also went to the *Anna Chattra* and found there 62 men, 20 of whom are of town, the rest have come from *dehad*. The men have come from a distance of 20 miles and so it is clear that men in the interior have after all come to know of the existence of relief works in the Town. At the most there are about 5 to 600 beggars in the Town which has a population of 50,000, or one beggar to every 100 of population.

The means they have adopted to relieve the inmates of the zenana is very simple. They mean to give cotton to them for spinning. The police have been directed to find out females willing to take relief under this condition but as yet none has been found. In one of these *mohallas* I observed something which ought to be recorded. Seven men come to demand relief ; it was found that they have females in their house, and cotton was given to them to be spun. They took the cotton, but on the next day returned it and said that they were not willing to take relief under that condition and requested that their names be struck off from the list of beggars. I one day saw a case of deception. After the morning's fatigue I was taking a nap when I was roused from my sleep by a scream. I learnt that a female was dying, I took something with me and hastened to give relief. I found the female walking off rapidly and I was told that having got some coins from the gentleman with whom I was staying, she had thrown off her guise and the woman who was dying at our doors was now flying in full vigor. Such men and women are doing a great deal of injury to the really needy. In one of these *mohallas* I heard that in a village Russelpore there has been a death by starvation. I went into that village and found that the rumor was false. There a man told me his tale of woe : he prepared rings of brass and lead but at this time of scarcity no one would purchase his rings. His two grand sons had got employment in the relief works, he was employed there too, but the mate has since refused to give any work. Indeed this mate system is a source of great oppression to the poor people. These mates have power to admit or refuse admittance and they generally seek their interests before seeking the interests of those who apply for work. I saw two instances myself and in one instance I pointed out the oppression to the overseer. At the *anna chattra* I found some who were ailing and require medical aid. Will you ask the Government to send medicines and a medical man here ?

I wrote to you that Kharekpur in Monghyr which was said to be the most stricken of that district would not require much aid from the outside and the Darbhanga raj to which the place belongs will have to take back its 20,000 mds of rice located there. It now comes to pass that Mr. Roberts Asst Manager in charge of Khareckpur has written to the manager that he does not want the rice and that he (the manager) may take it away. So you can tell your friend the *Patriot* that the native was not deceived and the *Indian Daily News* that as Mr. Roberts is not a Bengali he ought to have no objection to believe him. I am going to Modhubani to see Hati and Allapur, the two perganas said to be in great distress.

মৃত বাবু রামচন্দ্র মিত্রের সম্মানার্থ সে দিবস বেথুন সোসাইটির একটি সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেক দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে বক্তৃতা দ্বারা মৃত মহাত্মার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্রকৃত পক্ষে রামচন্দ্র বাবু বেথুন সোসাইটির জীবন স্বরূপ ছিলেন। আমরা ভরসা করি, তাঁহার সম্মনার্থ কোন চিহ্ন রক্ষিত হইবে।

——

রঙ্গপুরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ— এখানকার কালেকটরীতে একটী অন্যায় রীতি অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কেহই তাহার প্রতীকারার্থ কোন রূপ চেষ্টা করেন না। কালেক্টরীতে খাজনা দাখিল করিবার সময়, খাজনার কর্ম্মচারিরা জমিদার দিগের নিকট হইতে সদর খাজনার উপর শতকরা ।০ আনা করিয়া কম ওজন বাট্টা বলিয়া লইয়া থাকেন, অথচ খাজানার মধ্যে যে সকল টাকা ওজনে কম থাকে, তাহা বাছিয়া তৎক্ষণাৎ ফেরত দেন, এবং তাহার পরিবর্ত্তে ভাল টাকা না লইয়া খাজানা দাখিল করেন না। এই রীতিটীর প্রকৃত তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিনা। যদিও সাধারণতঃ সকল জমীদার উহা দেন কিনা জানিনা, কিন্তু কুণ্ডী পরগণার নিরীহ ভূম্যধিকারী ও তাদৃশ শান্ত প্রকৃতি অন্যান্য জমিদারেরা উহা বরাবর দিয়া আসিতেছেন। অল্পের জন্য পাছে বা অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, বোধ হয়, এই ভয়ে তাঁহারা উহা দিয়া থাকেন। অন্যান্য বৎসর স্বচ্ছলতা নিবন্ধন তাঁহারা উহা দিতে বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেন না। কিন্তু এরারকার নিদারুণ দুর্ভিক্ষ তাঁহাদিগকে যেরূপ দুরবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাতে সদর খাজনার সংস্থান করাই তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর আবার এরূপ অন্যায় রূপে অর্থ দোহন করিলে তাঁহারা মারা পড়িবেন। অতএব সুযোগ্য কালেক্টর সাহেব এই অনুচিত ব্যবহারের প্রতি একবার দৃষ্টি করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

ঐ সংক্রান্ত আর একটী অনিষ্টের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষীয়ের গোচর করিতেছি। পূর্ব্বে বরাবর এই রূপ রীতি ছিল, কিস্তির পূর্ব্বে কালেকটর সেরেস্তা হইতে একটা বাকীজায় প্রস্তুত হইত। মোক্তারের, ঐ বাকীজায় দেখিয়া আপনাপন মক্কেলের দেয় নির্ণয় করিত, এবং ঐ মক্কেল গণের কোন অংশী কিছু বাকী ফেলিলে তাহাও ঐ বাকী জায় দৃষ্টে জানিতে পারিত। ইহার দ্বারা এই এক মহোপকার হইত, যে এক অংশীর বাকীর জন্য অপর অংশীর সম্পত্তি নীলাম হইতে পারিত না। কিন্তু নূতন সেরেস্তাদার মহাশয়ের আমালে ঐ মহোপকারী রীতিটী উঠিয়া গিয়াছে। মোক্তার দিগকে এখন আর উক্তরূপ বাকীজায় দেখান হয় না। ইহাতে সদর খাজনা দাখিল করা যেরূপ সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে তাহা বলিবার নয়।

দিনাজপুর হইতে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লিখিয়াছেনঃ- সরকার কায় মনোবাক্যে মনোযোগ না করিলে স্থানে স্থানে প্রাণী নষ্ট হইত এবং দুর্ভিক্ষেরও কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হইত। যে প্রকার উদ্যোগ হইয়াছে তাহাতে আর আশঙ্কা নাই। উড়িষ্যা আর বাঙ্গলা এক নহে। উড়িষ্যা বাঙ্গলা তপেক্ষা ধন হীন এবং অগম্য, বিশেষ তথাকার লোকেরউদ্যমে মনোযোগ নাই। বাঙ্গলাযদিও দরিদ্র কিন্তু নিতান্ত সম্বলহীন নহে। বাঙ্গলায় অন্ন নাই এমত নহে, কেবল শ্রমজীবীর অন্নের দুর্মূল্যতা বশতঃ এবং উপযুক্ত মতে শ্রম করিবার পথ রুদ্ধ হওয়াতে কষ্ট হইয়াছে। কর্ম্ম পাইলে আর কষ্ট নাই, না পাইলে সহজেই অরাজকতা হইত এবং প্রাণী নষ্টও হইত। প্রচুর পরিমাণে দেশে চাউল আসাতে লোকের ভয় ভঙ্গ হইয়াছে এবং মহাজনেরাও টানিয়া রাখিয়া দর বাড়াইতে পারিতেছে না। গৃহস্থেও উত্তম মূল্য পাওয়াতে আপন আপন সঞ্চিত ধন বিক্রয় করিতেছে। জমিদার ও প্রজা সকলেই দুর্ভিক্ষ হইবে কহে, কেবল মহাজনেরা তাহা বলেন না। দুঃখী প্রজার ঘরে যথার্থই অন্ন নাই এবং ভাল গৃহস্থও থাকিলেও বলে না। বিশেষ খাজনার দায় এড়াইতে পারিলে কেন বলিবে। জমিদারেরা প্রজা হইতে সম্বাদ পান, অতএব সত্য সম্বাদ পান না। মহাজনেরা যে সংবাদ পায় তাহাই সত্য। অন্ন ছত্রের সময় হয় নাই বোধ হয় হইবেকও না। স্থানে স্থানে যে অন্ন ছত্র খোলা হইয়াছে তাহাতে লোক নাই। দুই চারি জন যাহারা আছে তাহারা দুর্ভিক্ষের ভিখারী নহে, তাহারা চিরকালের ভিখারী। দুর্ভিক্ষের ভিকারী দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কাপড় চাহে, কেহ শীত বস্ত্র চাহে, কেহ অন্ন চাহে না। কর্ম্ম দিয়া প্রজা রক্ষাতে যেমন উপকার হইয়াছে, চাউল আসিয়া সরকার ততোধিক উপকার করিয়াছেন তখন হাওলাত অর্থাৎ বাড়ি দিয়া এবং দান করিয়া অন্ন কষ্ট নিবারণ করিলে উত্তম হয়। আবশ্যক সময়ে ব্যয় না হইলে এই সকল তণ্ডুল বৃথা হইবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বোরো ধান্য এবং শ্রাবণ ভাদ্র মাসে আশু ধান্য হইবে সুতরাং এ সমস্তের আবশ্যক হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

নিমতলা ষ্ট্রীট, নং ৮৪ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সরকারের

অব্যর্থ পরীক্ষিত মহৌষধ।

ধাতুস্থ জীর্ণজ্বর, পালাজ্বর, কুইনাইন্ সংক্রান্ত পুরাতন জ্বরাদি ২।৩দিনের মধ্যে শান্তি হইবে। ১১বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম মূল্য১ টাকা; ১২নাঃ ২৪বৎসর ১৷৷০ টাকা; ২৫ নাঃ ৬৫ বৎসর ২ টাকা। ডাকমাশুল আদ্ আনা।

প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর যা শোথ; ১। ২সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। উপরোক্ত বয়ঃ ক্রমানুসারে, সপ্তা প্রতি মূল্য ১, ১।০, ১৷৷০ টাকা পর্য্যন্ত; কেবল দুগ্ধপোষ্য বালক বালিকার জন্য দুই টাকা মাত্র। ডাকমাশুল ।০ আনা।

ডাক ষ্ট্যাম্প, করেনসি নোট ভিন্ন অন্য রূপে কেহ মূল্য পাঠাইবেন না।

সংবাদ।

—ময়মানসিঙ্গের অন্তর্গত ট্যাঙ্গেল হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে তথাকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একটি সভার অধিবেশন হইয়া ছিল। চাঁদা বহিতে ২২৫৮ টাকা সহি হইয়াছে। অন্যান্যের মধ্যে বাবু দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী ছয় শত টাকা, শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী পাঁচ শত টাকা, বাবু দেবীদাস নেউগী দুই শত টাকা, ডেঃ মাজিষ্ট্রেট এণ্ড্রু সাহেব এক শত এবং মুনসেফ বাবু মথুরা নাথ ঘোষ এক শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা স্থানাভাবে অন্যান্য দাতৃগণের নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

—নওগাঁ আসাম হইতে বাবু কান্তি চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেনঃ—"আপনার গত ২২এ ফালগুনের পত্রিকায় মৃত দ্বারকা নাথ মিত্র মহোদয়ের জীবনীতে একটি ভুল প্রকাশিত হইয়াছে! তাঁহার জন্ম বাঙ্গলা ১২৪৩ সালে হয় সুতরাং তাঁহার এক্ষণে বয়ঃক্রম ৪১ বৎসরের অধিক হয় নাই। আপনি ও আপনার সহযোগী প্রেটিয়ট তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৩ বৎসর লিখিয়াছেন।"

—আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে অন্নকষ্ট নিবন্ধন বাবু বরদাকান্ত রায় চৌধুরী তাঁহার বাখরগঞ্জস্থ প্রজাগণের খাজানা মিনাহ দিয়াছেন।

—পৃথিবীর জন সংখ্যা বারশত কি তেরশত কোটি লোক। প্রত্যেক বৎসরে তিন কোটি বিশ লক্ষ, প্রত্যেক দিনে প্রায় ৮৮ হাজার, প্রত্যেক ঘণ্টায় তিন হাজার ছয় শত, প্রত্যেক মিনিটে যাইট জন এবং এবং প্রত্যেক সেকেণ্ডে এক জন করিয়া মনুষ্য মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মানুসারে মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম অধিক হয়। পণ্ডিতেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রত্যেক মিনিটে যদি ৬০ জনের মৃত্যু হয়, তবে ঐ সময়ে ৭০ টি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সুতরাং পৃথিবীতে মনুষ্যের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে।

—বোম্বাইয়ের পারসিরা আপনাদের মধ্যে একটী বলানটীয়ার সৈন্যের দল স্থাপন করিতেছেন। বাঙ্গলার কতক গুলি যুবক এই রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর হাতে বন্দুক দিতে সাহস করেন না। পারসিরা যদি কৃতকার্য্য হন তবু বাঙ্গালীদের কতক আশার সঞ্চার হয়।

—বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কার্য্যের জন্যে তিন মাস ছুটী পাইয়াছেন।

—আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে আহিরীটোলায় এক জন সাধু মহান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি কোন রূপ আহার করেন না। ইহার নাম কি বাড়ী কাহার নিকট প্রকাশ করেন না। শুনা যায় ইনি শুদ্ধ হস্ত মর্দ্দন দ্বারা যে কোন অসাধ্য রোগ অরাম করিতে পারেন। কাহার নিকট একটী পায়সা গ্রহণ করেন না। অনেকে ইহার গোঁড়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাহারা বলেন যে তিনি বোবা ও অন্ধ ব্যক্তি পর্য্যন্ত আরোগ্য করিতে পারেন। ইনি আপাততঃ ২৩ নং শংকর সেনের গলি শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন চন্দ্রের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন।

—ফ্রান্সের পতন হইয়াছে বটে, কিন্তু ফরাসীস মহিলা দিগের পরিচ্ছদের পারিপাট্য যেমন তেমনি রহিয়া গিয়াছে। প্যারিসে সংপ্রতি একটী উৎসব হয়। তাহাতে এক জন মহিলা যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন তাহার শুদ্ধ জরির মূল্য ২৪০০০ হাজার টাকা!

—ব্যারণ বথ,চাইল্ডস প্রায় তিন কোটী টাকা রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি এক জন অদ্বিতীয় দাতা ছিলেন। ইনি এক জন য়িহুদী এবং পারিসে বাস করিতেন।

—জেণ্টেলম্যান্স জোরন্যালে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুদ্রা যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিঙ্গের ভারতবর্ষের রাজ্য কালীন বারানশী জেলার এক স্থলে দেখা যায় যে মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পসমের ন্যায় আশাল এক রূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে। মেজের রবেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থানে খনন করিয়া দেখা যায় যে তথায় একটী মুদ্রা যন্ত্র খিলান রহিয়াছে এবং খিলানের মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হয় যে তথায় একটি মুদ্রা যন্ত্র ও অক্ষর; অক্ষর গুলি মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রা যন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সে কল এ কালের নয়, অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হইবে।" ভারতবর্ষীয় সম্বন্ধে যত গবেষণা হইতেছে তত ইহার ভাণ্ডার হইতে নানা রত্ন বাহির হইতেছে। অধুনা বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতি নিবন্ধন যত রূপ আবিস্কার হইয়াছে তাহার অনেকেই যে ভারতবর্ষে এক না এক আকারে প্রচলিত ছিল অনুমান এ সমুদয়ে কতক সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু এ সমুদয়ের লোপ হইল কেন? ভারতবর্ষে এমন কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত যে যাহাতে আবার আমাদের প্রায় সমুদয় দ্রব্য গোড়াগুড়ী আরম্ভ করিতে হইতেছে।

—ফ্রান্সে যাহাদের মাথায় টাক আছে তাহাদের মাঝে২ কমি বিপদে পড়িতে হয় না। জশ নামক এক জন ভদ্র লোক পারিসে পশ্বালয় দর্শন করিতে গিয়া ছিলেন। তাহার মাথায় টাক ছিল। অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায় তিনি একটী বেঞ্চের উপর শয়ন করেন ও একটু পরে তাহার নিদ্রা হয়। কিছু ক্ষণ পরে তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল এবং তিনি জাগিয়া দেখেন যে,পাখা বিশিষ্ট একটী জন্তু তাহার মুখের উপর রহিয়াছে। তিনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং জন্তুটী তফাৎ গিয়া পড়িল। দেখেন যে সেটী একটী বৃহৎ উটপক্ষী। উটপক্ষী তাহার চুল শূন্য মস্তক দেখিয়া বিবেচনা করে যে তাহার একটী ডিম বেঞ্চের উপর পড়িয়া রহিয়াছে এবং ইহাই ভাবিয়া ডিমে তাপ দিবার জন্য জশের মস্তকের উপর উশবেশন করে। জশ উঠিয়া বসিলে পাখিটা তাহার মস্তকের দিকে বারম্বার সস্নেহে তাকাইতে লাগিল এবং জশের মাথা নাড়া দেখিয়া ভাবিল যে তাহার ডিম ফুটিতেছে। তখন সে আস্তে২ জশের নিকট আসিয়া তাহার মস্তকের উপর পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিল। জশ ইহা দেখিয়া ভয়ে চম্পট দিলেন। পাখিটা 'আমার ডিম নিয়ে গেল রে, আমার ডিম নিয়ে গেল রে' এই রূপ ভাবে ডাকিতে২ তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়িল।

—ফরাসী গবর্ণমেণ্ট সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। এ দিকে আবার জারম্যান গবর্ণমেণ্টও সৈন্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভবিষ্যতের গর্ভে যে আবার কি নিহিত রহিয়াছে তাহা বলা যায় না।

—তারকেশ্বরের মহান্ত আলিপুরের জেল প্রেরিত হইয়াছে।

—আসাণ্টি যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা রূপ সংবাদ আসিতেছে। ইহার কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা তাহা বাছিয়া লওয়া সুকঠিন ব্যাপার। প্রথম সংবাদ আইল যে আসাণ্টির রাজা ইংরেজ দিগের প্রস্তাবিত সন্ধি গ্রহণ করিয়াছেন, ও যুদ্ধ এক রূপ শেষ হইয়াছে। তার পর শুনা গেল যে ইংরেজ সৈন্য আসাণ্টি দিগের রাজ ধানী কুমাসী নগরে প্রবেশ করিয়য়াছে এবং পাঁচ দিন ভয়ংকর যুদ্ধ করিয়া উক্ত নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কিছু দিন পরে আবার সংবাদ আইল যে ইংরেজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন এবং আসাণ্টি রাজা তাহাদের বন্দী হইয়াছেন। এখন শুনা যাইতেছে যে যুদ্ধের এখন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই, বরং আসাণ্টির রাজা ক্রমশঃ সৈন্য জড় করিতেছেন এবং নির্ভয়ে ইংরেজ দিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন। একটি অসভ্য ক্ষুদ্র রাজাকে দমন করিতে ইংরেজদের এত আয়াস লইতে হইবে ইহা কেহ কখন ভাবে নাই।

—সম্প্রতি ইংলণ্ড ও ওয়েলসের জন সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে। এখানে প্রায় দুই কোটী তেইশ লক্ষ লোক বাস করে। ইহার এক কোটীর অধিক কুড়ি বৎসরের কম বয়স্ক। এক শত যাইট জন ব্যক্তির বয়স এক শত বৎসরের অধিক। ইহার এক শত উনিশ জন স্ত্রী লোক। দশ বৎসরের কম বয়স্ক বালকের সংখ্যা বিশ লক্ষ। ইংলণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ অধিক। লণ্ডনে সোয়া পনর লক্ষ পুরুষ এবং প্রায় সাড়ে সতের লক্ষ স্ত্রী। শৈশব অবস্থায়ই স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান থাকে। কিন্তু বয়সাধিক্য ক্রমে ইহার বিভিন্নতা দেখা যায়। যথা লণ্ডনে ৮৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী লোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণেরও বেশী। উক্ত নগরে ৯৫ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী লোকের সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা তিন গুণ। ইংলণ্ডে ও ওয়েল্‌সে অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা পৌনে ৬৮ লক্ষ এবং অবিবাহিতা স্ত্রীর সংখ্যা সোয়া ৬৮ লক্ষ। তথায় প্রায় চারি লক্ষ গৃহ শূন্য পুরুষ এবং পৌনে ৯ লক্ষ বিধবা বাস করে। মোট স্বামীর সংখ্যা প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ এবং সধবার সংখ্যা সাড়ে উন চল্লিশ লক্ষ। প্রায় সোয়া দুই লক্ষ জনের স্ত্রী এবং পৌনে তিন লক্ষ স্ত্রীর স্বামী বিদেশে বাস করে। সর্ব্বসাকুল্যে ছত্রিশ লক্ষ বায়াত্তর হাজার দম্পতী একত্রে বাস করে। যে সকল অবিবাহিতা স্ত্রীর বয়স কুড়ি হইতে পঁচিশ বৎসর তাহাদের সংখ্যা প্রায় বার লক্ষ। ৫ বৎসর পর ইহাদের সংখ্যা অর্দ্ধেক কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডে প্রায় সাত লক্ষ ব্যবসায়ী, যাইট লক্ষ ভৃত্য, আট লক্ষ পনর হাজার বণিক, সতের লক্ষ কৃষি জীবী, সাড়ে একান্ন লক্ষ কারিকর। ব্যবসায়দার শ্রেণীতে স্ত্রী লোকের সংখ্যা ৩ ভাগের এক ভাগ। যাইট লক্ষ ভৃত্যের মধ্যে সাড়ে ছাপান্ন লক্ষের অধিক স্ত্রী লোক। বণিক শ্রেণীর মধ্যে স্ত্রী লোকের সংখ্যা অতি কম। কৃষক শেণীর ৯ ভাগের এক ভাগ এবং কারিকরের ৩ ভাগের এক ভাগ স্ত্রী লোক। কুড়ি বৎসরের এবং উহার উর্দ্ধ বয়স্ক স্ত্রীলোকের সংখ্য পৌনে ৬৫ লক্ষ এবং পুরুষের সংখ্যা পৌনে ৫৯ লক্ষ। প্রায় পৌনে দুই লক্ষ লোক গবর্ণমেণ্টের অধীনে কাজ করেন এবং সোয়া লক্ষের কিছু অধিক দেশ রক্ষার্থ নিযুক্ত আছেন। পাদরীর সংখ্যা সাড়ে চোয়াল্লিশ হাজার এবং গ্রন্থকার ও সাহিত্য ব্যবসায়ী লোকের সংখ্যা এক লক্ষ উনচল্লিশ হাজার। এক লক্ষ সাতাশ হাজার জন শিক্ষক ছাত্র দিগকে শিক্ষা দান করেন। ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যত লোক বাস করে তাহার ৫ লক্ষ যাইট হাজার আয়ারলণ্ডে, দুই লক্ষ তের হাজার স্কাটল্যাণ্ডে, ছাব্বিশ হাজার বৃটীশ দ্বীপ পুঞ্জে, ৭১ হাজার বৃটিশ উপনিবেশে ও ইষ্ট ইণ্ডিসে এবং প্রায় ৪৯ হাজার অন্যান্য দেশে জন্ম গ্রহণ করে। আবার ৪৩৯৫ জনের সমুদ্রে জন্ম হয়। ভিন্ন দেশীয় প্রায় এক লক্ষ লোক এখানে বাস করে। ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে একুশ হাজার ছয় শত লোক অন্ধ, সাড়ে এগার হাজার বোবা ও কালা, উনত্রিশ হাজার জড এবং চল্লিশ হাজার উন্মাদ। অন্ধের মধ্যে ৫৩ জন পাদরী, একাত্তর জন সাহিত্য ব্যবসায়ী লোক, পাঁচশত বায়ান্ন জন গায়ক, এক শত চারি জন শিক্ষক, তিন শত উনত্রিশ জন ভৃত্য, এক হাজার কৃষি ব্যবসায়ী, তিন শত বায়ান্ন জন মিস্ত্রী, নয় শত পঁইত্রিশ জন সম্ভ্রান্ত লোক ইত্যাদি। বোবা ও কালার মধ্যে ৬৫৬ জন কৃষি ব্যবসায়ী, দুই শত উনিশ জন মিস্ত্রী, ১৫৪১ জন পোষাক ব্যবসায়ী, এবং ১৩৫ জন সম্ভ্রান্ত লোক।

—ব্রহ্ম দেশের রাজা ফরাসীদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সত্বর ফ্রান্সে এক জন দূত প্রেরণ করিবেন।

—হাইকোর্টের জজ গ্লোবার সাহেব এক বৎসরের ছুটী লইয়াছেন। তিনি বিলাত গমন করিতেছেন এবং ভারতবর্ষে আর প্রত্যাগমন করিতেছেন না। শুনা যাইতেছে রিবার্স টমসন সাহেব তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইবেন

—কিছু দিন হইল বারহানপুরের ষ্টেসন মাষ্টারের তাচ্ছিল্যে একটি রেলওয়ে দুর্ঘটনা হয় ও তাহাতে কয়েকটি প্রাণী নষ্ট হয়। এই ব্যক্তির কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর মেয়াদ হইয়াছে।

—বোম্বাইয়ে এক জন পার্সি ভারি সাহস দেখাইয়াছেন। তিনি নির্ভয়ে বুনডিনের স্কন্ধের উপর উঠেন এবং বুনডিন তাহাকে স্কন্ধে করিয়া দড়ার উপর দিয়া চলিয়া যান।

=সিমলা ও নাইনিতালে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিল পড়িয়া বিস্তর গোম নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

=দিল্লি গেজেট বলেন যে আগ্রা অঞ্চল হইতে পালে পালে মুটে মুজুর বেহার ও বাঙ্গলায় গমন করিতেছে। ইহারা এই রূপ একটি গুজব শুনিয়াছে যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত স্থান সমূহে গবর্ণমেণ্ট বিস্তর কাজ ও বেশী পয়সা দিতেছেন এবং এই নিমিত্ত তাহারা এখানে আসিতেছে। ইহারা সবল ও সুস্থকায় এবং গবর্ণমেণ্ট কণ্ট্রাকটর দ্বারা কাজ করিতেছেন, সুতরাং প্রকৃত অন্ন ক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সাহায্য না পাইয়া এই বার ভূতে তাহাদের মুখের অন্ন কাড়িয়া খাইবে।

—এচিন বাসীরা ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিলক্ষণ বীরত্ব দেখাইতেছে। তাহারা ওলান্দাজদিগের অনেক গুলি কামান ও বারুদ গুলি অধিকার করিয়াছে। ওলন্দাজদিগের কম লজ্জার কথা নহে যে তাহারা অসভ্য এচিন বাসীদিগকে আজিও পরাজয় করিতে পারিলেন না।

=লণ্ডনে ইতিমধ্যে ভয়ানক অগ্নি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। একটি ষ্টিটের সমুদয় গৃহ দগ্ধীভূত হইয়াছে, বিস্তর টাকার জিনিস পত্র ক্ষতি হইয়াছে।

—শুনা যাইতেছে যে লর্ড নর্থ ব্রুকের পর সার ষার্টল ফ্রিয়ার ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনারেল হইবেন।

=আহাম্মদা নগরে এক ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। ইহার অনেক গুলি শিষ্য সেবক হইয়াছে। অবতার একটি কাষ্ঠ সিংহাসনের উপর উপবেশন করিয়া থাকেন এবং ভক্তগণ তাহার পদার্চ্চনা করেন। এই অবতার পূর্ব্বে খাণ্ডিশের এক জন মামলাতদার ছিলেন। এক জন পাদরী সাহেব ইহার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতে গিয়া ছিলেন, কিন্তু অবতারের শিষ্যগণ তাহাকে বিলক্ষণ প্রহার করে এবং পাদরী অপদস্থ হইয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছেন।

—বোম্বাইয়ের পার্সিদিগের প্রধান পুরোহিত আগামী বর্ষের ফলাফল এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন। পার্সিদিগের বৎসর ২০শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইবে। "নূতন বৎসরে কুকুর রাজা, অর্থাৎ এ বৎসর ঘোড়া, উট ও গো ছাগাদির মড়ক হইবে; মনুষ্যের স্ফোটক ও অন্যান্য পীড়া হইবে; চোর ডাকাইতের ভয় হইবে; অত্যন্ত শীত পড়িবে; যুদ্ধ, বিগ্রহ ও হত্যা কাণ্ড হইবে; মড়ক উপস্থিত হইবে; বৃষ্টি মন্দ হইবে না; শস্য প্রথম তত ভাল হইবে না কিন্তু শেষে উত্তম হইবে।"

=কুইন এলিজেবেথ নামক এক খানি জাহাজ জল মগ্ন হইয়াছে। ইহাতে অনেক গুলি মেম ও বালক বালিকা ছিল। এই দুর্ঘটনায় অনেক ইংরাজের সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

—ইংলণ্ডের একখানি প্রধান সংবাদ পত্রে এই ভয়ানক বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে। "হত্যা কাণ্ড! আমাকে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কয়েক ব্যক্তি হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি ইহার এত প্রমাণ পাইয়াছি যে আমার উহাতে কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই। আমাকে অনেক বার বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে আমি পূর্ব্ব হইতে সতর্ক থাকায় আমার কোন বিশেষ বিপদ এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। তবে আমার বিলক্ষণ ভয় হইতেছে যে কোন দিন আমাকে ইহাদের চক্রে পড়িতে হইবে। এখনও পর্য্যন্ত আমার রাত্রে নিদ্রা হয় না এবং বোধ হয় যেন আমার শরীরে কোন ক্ষয়কারী বিষ প্রবেশ করিয়াছে। দয়ার্দ্র চিত্ত ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য যে আমি যাহাতে রক্ষা পাই তাহা করেন। যাহারা আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদিগের অনুসন্ধান যিনি করিয়া দিতে পারিবেন তাহাকে আমি জীবনাবধি বার্ষিক পাঁচ শত টাকা প্রদান করিব।"

—খিবা রাজ্যের মোট রাজস্ব ৫৪০০০০ টাকারও কম, অর্থাৎ আমাদের এখানকার এক জন জমিদারের আয়ও ইহা অপেক্ষা বেশী। কিন্তু তবু এই খিবা বাসীরা রুসিয় দিগের সঙ্গে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিল এবং খিবা অধিকার করিতে সহস্র২ রুসিয় সৈন্যের প্রাণ দান করিতে হইয়াছে।

—ভারতবর্ষের সর্ব্ব স্থানে ইংরেজেরা মনে করিলেই যাইতে পারেন, কিন্তু নেপাল ও কাশ্মিরে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাদের পূর্ব্বে উক্ত গবর্ণমেন্ট দ্বয়ের অনুমতি পত্র লইতে হয়। ইংরেজেরা কাশ্মিরে গিয়া মাঝে২ ভারি উৎপাৎ করেন, এই জন্যে বোধ হয় এই নিয়মটী করা হইয়াছে।

—কলিকাতায় বারক্লি সাহেব নামক এক জন ইংরেজ একটী হুম বাঘ শিকার করিয়া ভারি বাহাদুরী লইয়াছেন। প্রায় দুই সপ্তাহ হইল সুন্দর বনের কয়েক জন শিকারী বারক্লি সাহেবকে বলে যে মালঞ্চী নদীর ধারে একটী ভয়ানক হুম আসিয়াছে। তিনি এই কথা শুনিবা মাত্র শিকারে বহির্গত হন এবং বিগত ২রা মার্চ্চ তারিখে এক জন মজবুত শিকারী সঙ্গে করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করেন। সমস্ত দিন তাহারা ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কিন্তু বাঘের চিহ্ন কোথাও দেখিতে পান না। সম্মুখে একটী গণ্ডারের সহিত তাহাদের দেখা হয়, কিন্তু গণ্ডারটি অন্য পথে গমন করায় তাহারা উহা শীকার করিতে পারেন না। কাঁটায় তাহাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় এবং অত্যন্ত শ্রান্ত ও বিরক্ত হইয়া নৌকায় ফিরিয়া যাওয়ার উদ্যোগ করেন। নদীর কিছু নিকটে একটী ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিতে পান। এই গর্জ্জন শুনিয়া অতি সাহসিক ব্যক্তিও ভয়ে কম্পিত হন, কিন্তু শিকারীদের নিকট উহা সুমধুর সঙ্গীত বলিয়া বোধ হইল। তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্যাঘ্রের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং সম্মুখেই তাহাকে দেখিতে পাইলেন। গুলি করিবা মাত্র বাঘটী চীৎকার শব্দ করিয়া বারক্লি সাহেবের উপর লম্ফ দিয়া পড়িল, কিন্তু সাহেব সরিয়া যাওয়ায় এবং শিকারী তাহাকে আর একটী গুলি করায় বাঘটি পলায়ন করে এবং তাহারা উহার পশ্চাৎ২ দৌড়িতে থাকেন। অন্ধকার হওয়ায় তাহারা নৌকায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন। পর দিন প্রাতে আর কয়েক জন লোক সঙ্গে করিয়া সাহেব বাঘের তল্লাসে বাহির হন। অনেক অনুসন্ধানের পর ব্যাঘ্রটী একটি গর্ত্তের ভিতর নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যায় এবং শীকারীরা তাহাকে গুলি করিতে যাইতেছে ইতি মধ্যে সাহেবের এক জন লোক একটী গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া শব্দ করায় ব্যাঘ্রটী জাগিয়া উঠে এবং ঐ ব্যক্তির ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। নখ দ্বারা তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে এবং তাহার হস্তস্থিত একটী বন্দুক চিবাইয়া গুড়া করিয়া ফেলে। এক জন শিকারী ব্যাঘ্রটিকে গুলি করে কিন্তু সে আহত হইয়া আরও ভয়ানক হইয়া উঠে এবং বারক্লি সাহেবকে আক্রমণ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার কর্ণের ভিতরে গুলি করেন এবং ব্যাঘ্রটী এই গুলিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। লেজ সমেত ব্যাঘ্রটী এগার ফীট লম্বা। যে ব্যক্তি আহত হইয়াছে সে বাঁচে কি না বলা যায় না। বারক্লি সাহেব তাহাকে ২৫ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

প্রেরিত।

সাউথ সুবারবান টাউন মিউনিসিপালিটি।

উক্ত মিউনি সিপালিটী সম্বন্ধে আমরা কয়েকটী প্রস্তাব করিতেছি, কর্তৃপক্ষীয়গণ তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুপ্রণালী স্থাপন করিলে কৃতার্থ হই।

প্রথম। সাউথ সুবারবান টাউন যখন নানা ওয়ার্ডে বিভক্ত রহিয়াছে, তখন প্রত্যেক ওয়ার্ডের কেন স্বতন্ত্র আয় ব্যয়ের হিসাব রক্ষিত না হয়?

দ্বিতীয়। যখন প্রত্যেক বর্ষে প্রতি কার্য্যের জন্য অর্থ বিভাগ হইয়া থাকে, তখন প্রত্যেক ওয়ার্ডের আয় অনুসারে কেন না টাকা বণ্টন হয়?

তৃতীয়। প্রতি ওয়ার্ডের জন্য যে প্রজা প্রতিনিধি মেম্বর থাকিবেন, তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে কেন না সেই ওয়ার্ডের কার্য্য সম্পাদিত হয়?

চতুর্থ। প্রতি টাউন কমিটীর মেম্বর গণ তাঁহার দিগের স্ব স্ব ওয়ার্ডের অর্থাগমের অতিরিক্ত ব্যয় সাধ্য কার্য্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করিলে কেন না তাহা অগ্রাহ্য হইয়া থাকে?

পঞ্চম। কোন স্থানের কোন মেম্বর অনুপস্থিত থাকিলে কেন না তাঁহার ওয়ার্ডের সংগৃহীত অর্থ স্বতন্ত্র রক্ষিত না হয়?

এখন যে প্রকার প্রণালীতে উল্লিখিত মিউনিসিপালিটীর কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা সাধারণের তুষ্টিকর নহে। ট্যাক্সদাতাগণ আপনাদের প্রদত্ত অর্থে প্রার্থনানুরূপ উপকার লাভ না করাতে, করভার বহন করা নিতান্ত ক্লেশকর বলিয়া অনুভব করেন; এবং মিউনিসিপাল কমিটীকে বিষদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

যদি প্রত্যেক ওয়ার্ডের আয় ব্যয়ের হিসাব স্বতন্ত্র রক্ষিত হয় এবং প্রতি স্থানের আয় অনুসারে যদি উৎকর্ষ সাধিত হয়, তাহা হইলে কর ভার নিতান্ত দুর্ব্বহ বলিয়া বোধ হয় না এবং মেম্বর দিগের মধ্যে অসদ্ভাব সঞ্চারেরও সম্ভাবনা থাকে না। প্রত্যেক মেম্বরের শক্তি আপন আপন ওয়ার্ডের নির্দ্দিষ্ট আয় সীমার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে।

এই রূপ উপায় অবলম্বন করিলে প্রতি মেম্বর সাধ্যানুসারে আপন ২ অধিকারের অর্থাগম বৃদ্ধি করিবার জন্য যত্নশীল হইবেন এবং প্রজারাও বাঞ্ছিত ফল লাভে কৃতকার্য্য দেখিয়া সাহায্যদানেও অগ্রসর হইবেন। ইহার অন্যথা হইতেছে বলিয়াই সর্ব্বত্র মিউনিসিপালিটীর নামে কলঙ্ক হইতেছে।

বেহালা সন্তোষ বাটী ওয়ার্ড।
শ্রীঃ—

টাঙ্গাইল।

বিগত ৯ই মার্চ্চ ২ প্রহর ৩।।০ ঘটিকার সময় ময়মানসিংহের অন্তর্গত টাঙ্গাইল মহাকুমাস্থ সকল স্থানেই ভয়ানক ঝড় ও শিলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এরূপ সময়ে, এত দূর শিলা বৃষ্টি কেহ কখন দেখে নাই। ঝড় অল্পে২ দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ হয়, পরে কিছু কাল মধ্যে সেই সঙ্গে শিল ও বৃষ্টি ভয়ানক রূপে পড়িয়াছিল। শিল ওজনে প্রায় অর্দ্ধ পোয়া হইবে ও দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ গলিয়া ছিল না। কোন গাছেরই পাতা নাই, ফুল নাই, ফল নাই, ডাল নাই, কোন কোন গাছের বাকল পর্য্যন্ত গিয়াছে। যেখানে পড়িয়াছে, সেই খানে একেবারে ডলিয়া গিয়াছে। প্রায় বাটীতে দুই এক খানী করিয়া ঘর পড়িয়াছে। ঐ সময়ে একটী স্ত্রীলোক এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতে ছিল, তাহার মাথায় একটী শিল পড়াতে মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়ে ও তাহাতে সে মূর্চ্ছা যায়, অদ্য তাহাকে টাঙ্গাইল দাতব্য চিকিৎসালয়ে আনা হইয়াছে।

এবৎসর এদিকে যে প্রকার চিনা ও কাওন জন্মিয়াছিল, তাহাতে কৃষকেরা বড় আশা করিয়াছিল যে দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি হইতে নিস্তার পাইবে। কিন্তু এই শিল পড়াতে তাহাদের সে আশা ফুরাইয়াছে। আমাদের পরম হিতৈষি শ্রীযুত এণ্ডু সাহেব ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট মহোদয় দেশের এই রূপ ভীষণ অবস্থা দেখিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণী এক সভা সংস্থাপনের জন্য সকলকেই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

টাঙ্গাইল
১০ই মার্চ্চ
আপনার নিতান্ত বাধ্য
শ্রীসীতানাথ দাস গুপ্ত।

মফস্বলের মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাম লাল মুখোপাধ্যায় কালেকটরি আফিশ	২।।০
" " দ্বারিকানাথ পাল চৌধুরী রাণাঘাট নদিয়া	৮
" " বিপীন বিহারী চৌধুরী আমগুড়ি অপার আসাম	৮
" " হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হুগলি	৪।।০
" " উমানাথ সাধুখাঁ বরনডালি, যশোর	১০
" " প্রসন্ন কুমার সেন কীর্ত্তিপাশা বরিশাল	৮
" " হরিচৈতন্য ঘোষ চিটাগাঙ্গ	১০
" " পার্ব্বতী চরণ দাস পুর্ণিয়া	১০
" " মহিম চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রহমতপুর বরিশাল	৮
" " মদন মোহন ঘোষ উল্লাপাড়া পাবনা	৪
" " কৃষ্ণ বিহারী মুখোপাধ্যায় কুষ্টীয়া নদিয়া	১০
খাজে নওয়াব আশানুল্লা ঢাকা	৮
শ্রীযুক্ত বাবু নব চন্দ্র রায় চট্টগ্রাম	৫
" " দুলাল চন্দ্র দে সিলেট	৫
" " কিশোর নারায়ণ ঘোষ মিরপুর ঢাকা	১০
" " আনন্দ কুমার সর্ব্বাধিকারী সিহোল দিনাজপুর	৮
" " কৃষ্ণনাথ সাহা মহকুমা কুষ্টীয়া, জগতি, বারদী গ্রাম	৪।।০
" " কালীনাথ বিশ্বাস জোলাবাড়ী বরিশাল	১০
মুন্সী রমজান মিঞা পিরগঞ্জ দিনাজপুর	৩
শ্রীযুক্ত বাবু বিপীন বিহারী বসু কৃষ্ণনগর নদিয়া	৮
" " শিবচন্দ্র বসু হাটয়া চাপরা	৫
" " হরিশ্চন্দ্র ঘোষ যশোর	৪
" " বনোয়ারী লাল সোম দরভাঙ্গা	৮
" " দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় উনাও আউত	৪
" " উপেন্দ্র নাথ মিত্র ঢাকা	৮
" " অক্ষয় কুমার চট্টোপাধ্যায় গোহাটি	৮
" " মধুসূদন তালুকদার নওয়াখিলা বগুড়া	৮
মৌলবী রহিমুদ্দিন চৌধরী বালিয়াদি ঢাকা	৮

বিজ্ঞাপন।

THE BATTLE OF THE MARKETS.

বাজারের লড়াই।
মূল্য ৵০ আনা।
অমৃত বাজার পত্রিকা আপিসে প্রাপ্তব্য।

নয়শো রূপেয়া।

নাটক।

অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে এবং কলেজ ষ্ট্রীট কেদারনাথ চাটুর্য্যে কোম্পানির পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা। ডাক মাশুল ৴০ আনা।

বুঝ্‌লে কিনা?

উক্ত প্রহসন দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হইয়া কলিকাতা বহুবাজারস্থ ২৪৯ নং ষ্ট্যানহোপ প্রেসে বিক্রয়ার্থ স্থাপিত আছে। মূল্য ।৵ অট আনা, ডাক মাশুল ৴০ এক আনা।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজার হিদের বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।